ধর্ম -কি এবং কেনো? : একটি মডেল (Model)

পর্ব ৩: হিন্দু দর্শনের উৎস সন্ধানে

বিপ্লব পাল

আমাদের চতুর্দিকের এই জগৎ আসলে কি? স্মরণাতীত কাল থেকে, মানুষ দেখেছে, এই জগৎসত্ত্বার কিছু কিছু কে তারা স্পর্শ করতে পারে-তাদের আমরা বলি বস্তু। আইনস্টাইনের আপেক্ষিতাবাদে (১৯০৫) আমরা জানলাম, বস্তু শক্তিরই একটি সত্ত্বা।অর্থাৎ যাকে শক্তিতে পরিনত করা যায় বা যা স্থান কালের বিকৃতি ঘটাই তাই হচ্ছে বস্তু! মানুষের রাগ ভালোবাসাকে ছোঁয়া যায় না। মাপা যায় না। একে বলা হল ভাব- এই ভাবের ব্যাখ্যাকে বলে ভাববাদ। হিন্দু দর্শনে ভাববাদের ভিত্তিভূমি হচ্ছে ১৮ টি উপনিষদ। গ্রীক এবং বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবে, হিন্দু ঋষিরা আরিস্টটলীয় দর্শনের দিকে ঝুঁকলেন - যা প্রশ্ন উত্তরের মধ্যে দিয়ে মানুষকে জ্ঞান আহরণ করতে বলে। গ্রীক দর্শন সমগ্র এশিয়াকেই প্রভাবিত করে, ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। যদিও উপনিষদে বৌদ্ধ এবং গ্রীক কারোরই উল্লেখ নেই—বেদকেই প্রামান্য ধরা হয়েছে। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসেনা। ইন্ডোলজিস্টরা উপনিষদের অনেক স্তোত্রের সাথে গ্রীক দর্শনের হুবহু মিল পেয়েছেন।

উপনিষদ আসলে এই জগৎ সম্বন্ধে আমাদের চিরন্তণ প্রশ্ন । আমি কে? আমার প্রকৃত সত্ত্বা কি? আমার সাথে এই মহাবিশ্বের সম্পর্ক কি? এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? ১৮ টি উপনিষদ এর অন্তিম উত্তর ছটি '**মহাবাক্যে**' দিয়ে থাকে:

- **অহম ব্রহ্মাস্মিঃ** আমিই এই ব্রহ্ম বা মহাজগৎ। আমার দেহমন এই মহাবিশ্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং প্রকাশ।
- **অয়ম আত্মা ব্রহ্মাঃ** আমার আত্মা, যা দেহ এবং মনের ধারক সেও এই মহাবিশ্বেরই এক বিশেষ প্রকাশ।
- **ত্বত ভাম অসিঃ** আমি কে? আমি চিন্তা করি, দেখি, ঘ্রানে পুলকিত হই! আমার এই চিন্তা,দর্শন ঘ্রানই আমি !(এটি সরাসরি পাশ্চাত্য দার্শনিক ডেকার্টের স্বতসিদ্ধ)
- **প্রজনানাম ব্রহ্মাঃ** আমাদের বুদ্ধি আসলে মহাজাগতিক বুদ্ধির বহিপ্রকাশ!
- **সর্ভম খল বিদ্যম ব্রহ্মা**: আমাদের আশেপাশের এই দৃশ্যমান জগৎ ও সেই একই মহাবিশ্বেরই অঙ্গ।

অনান্য দর্শনের মত, এখানেও বস্তুবাদ আর ভাববাদে ভেঙেই এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হচ্ছে। পাঠক মনে রাখবেন, খৃস্টীয় দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শতকে, যখন এই উপনিষদ গুলি রচিত হচ্ছে, তখন ঋষিরা না জানেন অনু-পরমানুর কথা। না আবিস্কৃত হয়েছে মহাকাশ পদার্থবিদ্যা। জৈবিক কোষ, জেনেটিক কোড এইসব কিছুই বেরোয়নি। এসব না জেনে উপনিষদের প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া অন্ধের হস্তি দর্শন। আপনি বলবেন এই ছয় মহাবাক্যের সিদ্ধান্তের সাথে, পদার্থবিদ্যার বিরোধ কোথায়? আমার দেহের এই কার্বন হায়ড্রোজেন পরমানু কি মহাবিশ্ব থেকে আসেনি? এদের তো মহাবিশ্বেই সৃস্টি! আমি বলব আমি কি শুধুই অনুপরমানু? তাদের মিলত সিস্টেম নই? উপনিষদই বলছে এই দেহ হচ্ছে আমাদের সর্ব নিম্ন সত্ত্বা! মহাবিশ্বতো পদার্থবিদ্যার নিয়মে চলে, শুধুই দেহ! মন কোথায়?

আসলে এই ধরনের আলোচনা ভিত্তিহীন। বিজ্ঞানের সাথে উপনিষদকে মেলানোর চেস্টা ধাপ্পাবাজি। উপনিষদের এই ছয় সিদ্ধান্ত আসলে আমি যেভাবে খুশী ব্যাখ্যা করতে পারি। ইচ্ছা করলেই এর বৈজ্ঞানিক

বা অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়!

কোনো কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক কিনা, তা বিচার করতে হয় পদ্ধতির বিশ্লেষণ করে, সিদ্ধান্তর গোঁজামিল থেকে নয়। সিদ্ধান্তে পোঁছানোর পদ্ধতিই বিজ্ঞান-সিদ্ধান্ত
সতত পরিবর্তনশীল। উপনিষদের ভাববাদের আদৌ কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না, তা যাচাই করার জন্য আমরা উপনিষদের প্রশ্নগুলির উত্তর বিজ্ঞান কি ভাবে দেবে বা দেওয়া যায় সেটা দেখব। পাশাপাশি উপনিষদ কি ভাবে এই প্রশ্নগুলি নিয়ে ভেবেছে সেটা দেখলেই দুধ এবং জল আলাদা করা যাবে।

তার আগে উপনিষদ অনুযায়ী আমি একটা কার্টুন এঁকেছি-ঈশ্বর, মানুষ আর মহাবিশ্বর সম্পর্ক নিয়ে হিন্দু ধারণা!

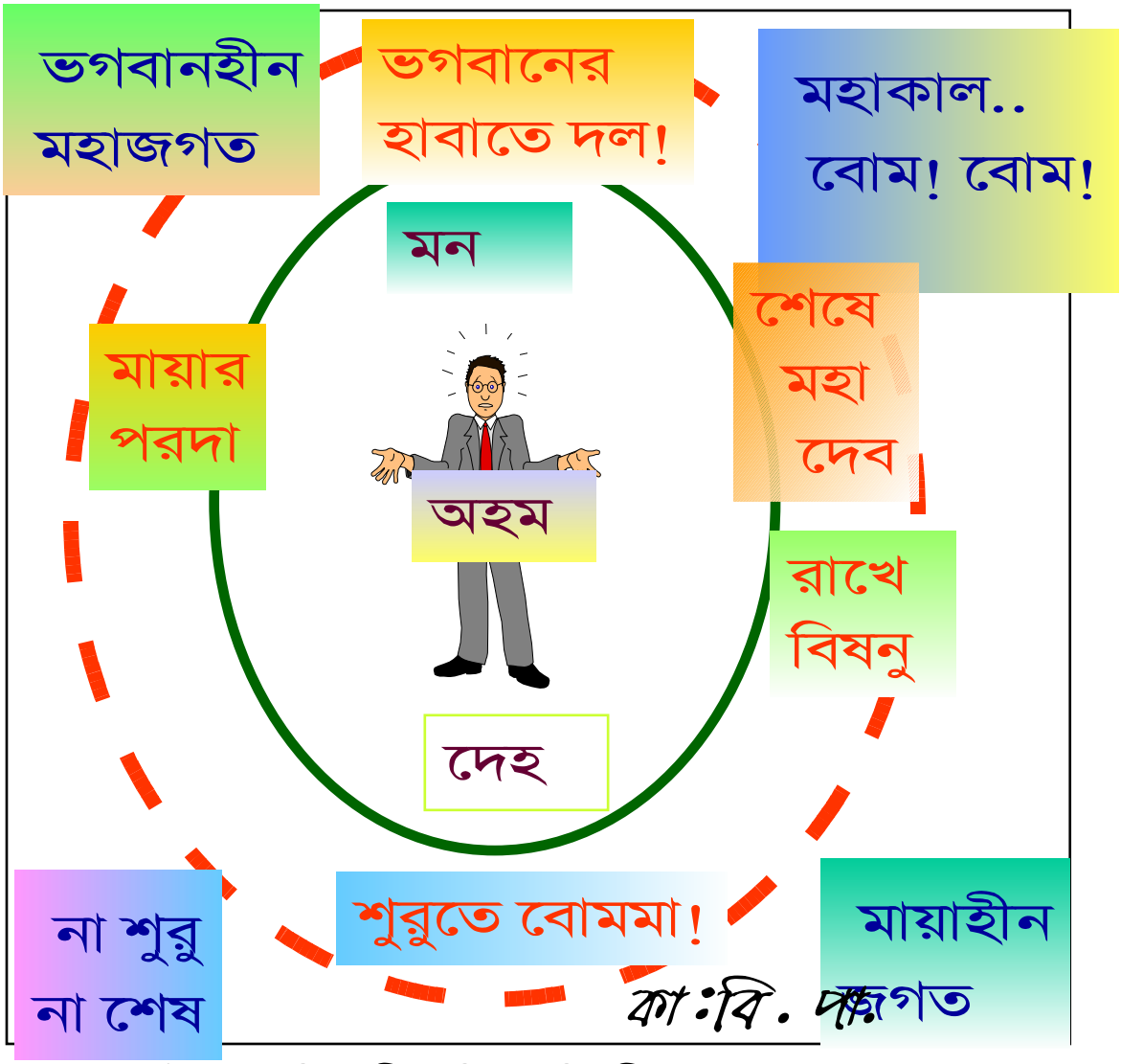

সংক্ষেপে এই হলো হিন্দু থীওলজি-যা তিবৃত্তীয় মডেলে সবচেয়ে ভালো বোঝা যাবে। মধ্যের বৃত্তে হচ্ছে আমাদের অহং, অর্থাৎ মহাবিশ্বে যে আমার আলাদা অস্তিত্ব আছে, সেই অবস্থা। একদম বাইরের বৃত্ত হচ্ছে ব্রহ্মা-যা অনন্ত এবং অসীম। এই দুই বৃত্তকে আলাদা করে

রেখেছে মায়া-এই মায়ামোহ অবস্থাতেই মানুষ ঈশ্বর কল্পনা করে। সাধনাই আরেকটু এগোলে, এই মায়া কেটে যায়। ভগবানের অস্তিত্ব লোপ পায়, মানুষ অদ্বৈতবাদী হয়। কৃষ্ণ, শিবের স্থান মায়ার বৃত্তে। যারা মধ্যের বৃত্তে থেকে সাধনা করে-তাদের দ্বৈতবাদী বলে। মানে তারা ভগবানে বিশ্বাস করে। মূর্তি পূজা করে। যারা বাইরের বৃত্তে সাধনা করে তারা অদ্বৈতবাদী-মানে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। আর আছে বৈষ্ণ বরা—যারা বলে যে, জগৎ আসলে অদ্বৈত। কিন্ত সে জগৎ বড় নিরস। ভগবান হোক আমার সখা-বিপদে, জীবনের সংকট তিনিই ভরসা! তাঁর প্রেমে যে সুখ, তা অদ্বৈতবাদে কোথায়? ভিন্নমতে যেমন সগীর লিখছেন, আল্লার প্রমাণ নাই জানি, কিন্ত সেটাই কি সব? তিনিইতো আমার ভরসার উৎপত্তিস্থল-প্রেমময় আল্লা! সগীরের এই ভাব হচ্ছে বৈষ্ণব দর্শনের মূল কথা-পোষাকী নাম দ্বৈত-অদ্বৈতবাদ। এই হচ্ছে হিন্দু দর্শন। এই দর্শনে যারা আধুনিক বিজ্ঞান সন্ধান করেন, তারা না বুঝেছেন হিন্দু দর্শন, না বিজ্ঞান!

বরং এবার দেখা যাক মানুষ আর মহাবিশ্বের হিন্দু (উপনিষদ) ধারণাগুলি বিজ্ঞান সমর্থিক কিনা। মহাবিশ্বে পরে আসছি, প্রথমে মানুষ দিয়ে শুরু করি। উপনিষদ অনুযায়ী মানুষের সত্তা মাইক্রোপ্রসেসরের মাস্টার-স্লেভ মডেল। ব্যাপারটা এরকমঃ

মানুষের দেহ (দাস বা স্লেভ)<—-মানব মন<——আত্মা

আত্মা হচ্ছে মানুষের একমাত্র স্বাধীন সত্তা-স্বাধীন মনিব। মন হচ্ছে তার ভৃত্য!
মন আদেশ পায় আত্মার কাছ থেকে! মনের স্বাধীন অস্তিত্ব আছে, যা দেহ থেকে পৃথক। দেহ নির্দেশ পায় মন থেকে। আত্মার ব্যাপারটা পুরো গোঁজামিল, আগেই লিখেছি সে কথা। বরং দেখা যাক বিজ্ঞান কি বলে।

আপনি বলবেন ঠিকইতো, হরমোনের রিলে সিস্টেমের উৎপত্তিতো মাথার পিটুইটারী গ্রন্থিথেকে, যা আবার নির্দেশ পায় মস্তৃস্কের হাইপোথালামাস থেকে। হাইপোথালামাসে এই নির্দেশ আসে নিউরন নেটওয়ার্কের সিস্টেম থেকে, যা শুধু সেন্সরের সাহায্যে পরিবেশ থেকে শুধু সিগন্যালই (যেমন ধরুন গরম বা ঠান্ডা) গ্রহন করে না, সেটা নিয়ে ভাবে, এবং তারপরে সিদ্ধান্ত নেয় পিটুইটারীতে কি বার্তা পাঠাবে। হর্মোনের রিলে সিস্টেম

(হর্মোন১—>গ্রন্থি২—>হর্মোন২—>গ্রন্থি৩—>ইন্টার সেলুলার মেসেঞ্জার—>কোষ এনজাইম) এই সিদ্ধান্ত পৌঁছে দেয় মানব কোষের অভ্যন্তরে!

তাহলে **মানুষের দেহ<—-মানব মন**, মানতে বাধা কোথায়?

প্রথম সমস্যা হচ্ছে উপনিষদ মানুষের শরীরবিদ্যা বা জৈব রসায়ন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে আসে নি। এসেছে ভাববাদ-বস্তুবাদের মডেলে গোঁজামিল দিয়ে। শুধু ভাববাদ, বস্তুবাদ দিয়ে, এই নিউরন সিস্টেম+হরমোন সিস্টেমের ব্যাখ্যা হয় না। কারণ এর একটি মূল উপাদান হচ্ছে তথ্য- যা হরমোন এবং নিউরোট্রানসমিটার গুলি বহন করে। **তথ্য না বস্তু, না ভাব**। তথ্যবিজ্ঞান অনুযায়ী, তথ্যের বস্তুর ধর্ম (যেমন তাপমান, এনট্রপি ইত্যাদি) আছে, কিন্ত তথ্য থেকে না শক্তি পাওয়া যায়, না এরা স্থান কালের বক্রতা ঘটাতে পারে। আবার তথ্যের নিখুত পরিমাপ করা যায় বলে, এদের ভাবের ঘরেও ফেলা যাবে না। বরং তথ্যকে ভাবা যেতে পারে এক তৃতীয় নিরেপক্ষ সত্তা হিসাবে, যারা ভাব এবং বস্তুর সাথে বা বস্তুর সাথে বস্তুর যোগাযোগ ঘটায়। তথ্যকে বাদ দিয়ে মানুষের সত্তার ব্যাখ্যা, মমতাজ কে বাদ দিয়ে তাজমহলের

উপস্থাপনা-যেমনটা উপনিষদ করে।

দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে, মন কি দেহ থেকে পৃথক এবং স্বাধীন এক সত্ত্বা (যেমনটা উপনিষদ বলে)? দেহ মারা গেলে, মন বাঁচে কি? নিউরন সিস্টেমতো দেহেরই অংশ মাত্র!

ব্যাপারটা আসলে অত সহজ নয়।

নোবেলজয়ী নিউরোবিজ্ঞানী **জন ইকলেস** এ ব্যাপারে কি বলছেন শোনা যাক (*How the Self Controls the Brain)*

আমাদের মনের একটি ভাববাদী (NonMaterial) *পৃথক অস্তিত্ব আছে-যা বস্তুবাদী মনের (নিউরাল নেটওয়ার্ক) থেকে স্বাধীন একটি স্বত্ত্বা। এই ভাব বাদী মন, বস্তুবাদী মনকে নিয়ন্ত্রন করে। আবার কখোনো বস্তুবাদী মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।*

উপনিষদ অনুযায়ী কিন্ত বস্তুবাদী মন ভাববাদী মনকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে না!

এই ভাববাদী মন আসলে কি?

এর আধুনিক ব্যাখ্যা বুঝতে গেলে অস্থানীয় (Non-local) কোয়ান্টাম মেকানিক্স বুঝতে হবে-যা এই ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। স ংক্ষেপে ব্যাপারটা এ রকম, আমাদের মস্তিস্ক বা নিউরাল নেটওয়ার্ক আসলে একটি কোয়ান্টাম কম্পুটর (David Pratt. "Consciousness, Causality, and Quantum Physics" *Journal of Scientific Exploration* 1:11 (1997): 1-9.). নিউরনে মাইক্রোটিবিউলসে ইলেক্ট্রনের নানান কোয়ান্টাম অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে এই কোয়ান্টাম কম্পুটার তৈরী। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ব্যাপারে গবেষনা শুরু করেন রবার্ট জান এবং সবচেয়ে বিখ্যাত পরীক্ষা করেন হেলমুদ স্মিথ। তিনি দেখান যে মানুষের মনের সাহায্যে সমসম্ভবনার নানা ঘটনাকে পরিবর্তন করা যায়, দেহ কে কাজে না লাগিয়ে। তবে এই পরিবর্তন এতো সামান্য যে সেটা পরীক্ষার ভুল না ভাববাদী মনের যুগান্তকারী আবিস্কার এখুনি বলা যাচ্ছেনা। তবে, মাথার মধ্যে সেন্সর বসিয়ে, সেই সিগনাল কাজে লাগিয়ে, পঙ্গু লোকেরা নিজেদের হাত-পা নিয়ন্ত্রন করতে পারছে। অর্থাৎ দেহ বিহীন মনের স্বাধীন স্বত্তাকে বিজ্ঞান মোটামুটি মেনে নিয়েছে।

মানুষের সর্বোচ্চ সত্ত্বা অর্থাৎ আত্মা যে গোঁজামিল তা আগেই লিখেছি। আবার এটও সত্য যে ভাববাদী মন <——> বস্তুবাদী মন, এই ভাবেও ব্যাখ্যা পুরো হয় না! কারন গোডেল উপপাদ্য-নতুন সিদ্ধান্ত শুধু নতুন স্বতসিদ্ধ থেকেই আসতে পারে।

একটা উদাহরন দেওয়া যাক। ধরুন বৈশাখের গরম-৪৮ সেন্টিগ্রেড। আপনার মাথার নিউরনের কাছে অহরহ খবর যাচ্ছে যে ওহে খুব গরম, কিছু কর যাতে শরীরের এনজাইমগুলি ঠিক থাকে! আপনি কি কি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন? এ সি চালাতে পারেন। স্নান করতে পারেন। জামা কাপড় খুলে ফেলতে পারেন। লক্ষ করুন আপনার সিদ্ধান্ত কিন্ত শুধু একটি স্বতসিদ্ধ—'গরম লাগছে' এর ওপর নির্ভর করে না। আরো অনেক স্বতসিদ্ধ নিউরনে গেলে তবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। এই অজানা স্বতসিদ্ধগুলি থেকেই ভাববাদের জন্ম!

এই অজানা স্বতসিদ্ধগুলি এলো কোথা থেকে? আমরা জানি না।অনেকগুলি 'হয়ত' ডি এন এ তেই লিপিবদ্ধ আছে। রিচার্ড ডকিনস এদেরই স্বার্থপর জীন বা স্বার্থপর নিউক্লিওটাইড বলছেন। আত্মার মতোই

নিউক্লিওটাইড কোড, দেহর মৃত্যুর সাথে সাথে ধ্বংশ হয় না—বেঁচে থাকে সন্তান সন্ততির মধ্যে। আবার কোডের কোন বস্তুবাদী স্বত্তা নেই-জীনের কোড আসলে তথ্য,যা না ভাববাদী না বস্তুবাদী!

এবার আসি মহাজগৎ সম্বন্ধে। উপনিষদ বলছে ব্রহ্ম অনন্ত। এর না কখোনো সৃস্টি হয়েছে, না শেষ হবে। ক্রমপ্রসারমান মহাবিশ্বের নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে বোঝা যাচ্ছে ফ্রেড হয়েলের স্থিতিশীল মহাবিশ্বের মডেল টিকবে না। সৃস্টির আদিতে সত্যিই বিস্ফোরন হয়েছিলো-যাকে আমরা বিগ ব্যাংগ বলে জানি। অর্থাৎ মহাবিশ্বের শুরু আছে, আবার শেষও হবে, যখন, প্রসারমান মহাবিশ্ব সঙ্কুচিত হবে (পাঠক, অভিজিতের 'আলো হাতে আঁধারের যাত্রী' বইটি পরুন, এ ব্যাপারে বিশদ জানবেন। মহাজাগতিক ছন্দের পঞ্চম অধ্যায়ে আমি এর উপর লিখব)।বিগ ব্যাংগ বলে মহাবিশ্বের শুরু আছে, শেষ আছে। যা উপনিষদের ধারনার পরিপন্থী!

মোদ্দাকথা হল, উপনিষদের প্রশ্নগুলি শাস্বত-চিরকালীন। মানুষের জানার ইচ্ছাই উপনিষদের ভিত্তি। কিন্ত উপনিষদ থেকে যে উত্তরগুলি পাওয়া যাচ্ছে, তা আসলেই গুলতাপ্পা-ধাপ্পাবাজি। শঙ্করাচার্য্য,বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ এবং রাধাকৃষ্ণান যতই উপনিষদভাষ্য দিন না কেনো, বিজ্ঞান কিন্ত ধাপ্পাবাজির কথাই বলবে! আবার এটাও ঠিক উপনিষদের এই প্রশ্নগুলি নিজের মনকে করাই প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা। উত্তর আমি বিজ্ঞানেই খুঁজি, বা আল্লাপ্রেমেই মজি, আধ্যাত্মিকতার সূত্রপাত এই জিজ্ঞাস্য মন থেকেই-ধর্মগ্রন্থ থেকে নয়।ধর্ম গ্রন্থ পড়ে লোকে ধার্মিক হয়, মৌলবাদী হয়।আধ্যাত্মিক হয় না। উপনিষদের এই প্রশ্নগুলির উত্তর যেসব বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা সহযোগে পাবার চেস্টা করছেন, তারাই জগৎশ্রষ্ঠ আধ্যাত্মিক ঋষি।

কথা ছিলো, বৈষ্ণব,শৈব এবং শাক্ত দর্শন নিয়ে কিছু বলার, কিন্ত উপনিষদ-দর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সময় হল না। পরের অধ্যায়ে এব্যাপারে আমি আলোকপাত করবো।

[চলবে]

[বি দ্রঃ মস্তস্কের মডেল নিয়ে আমার জ্ঞান সীমিত-মুক্তোমোনার সম্পাদক অভিজিত এই ব্যাপারে গবেষণা করছেন। তিনি এই ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করলে উপকৃত হই]